গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

আদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ০১মার্চ ২০১৫ তারিখে ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৬২.১২.১৪৪ নং স্মারকে জারিকৃত পরিপত্রের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ নির্দেশনা দেয়া হয়ঃ-

"..... পাবলিক পরীক্ষার পূর্বে যথাযথ গুরুত্বের সাথে নির্বাচনী পরীক্ষার আয়োজন করে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অনুত্তীর্ণ কিন্তু ৭০% ক্লাসে উপস্থিতি ছিল এমন শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে সকল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসা প্রধানগণকে নির্দেশনা দেয়া হলো।"

এ নির্দেশনা সম্বলিত পরিপত্রটি জারির পর শিক্ষক-অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদ এবং সুশীল সমাজের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী পরীক্ষায় উর্ত্তীণ না হওয়া সত্বেও অযোগ্য অনিয়মিত ছাত্র/ছাত্রীকে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রেরণ করা মোটেই কাম্য নয়। যোগ্যতাবিহীন অনুর্ত্তীণ শিক্ষার্থীকে পাবলিক পরীক্ষায় প্রেরণ করা হলে নিয়মিত ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। এ কারনে পাবলিক পরীক্ষার পূর্বে নির্বাচনী পরীক্ষার আয়োজন একটি প্রচলিত ধারা। এ ধারায় শিক্ষার্থীরা চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য লেখা পড়ায় অধিকতর মনোযোগী হয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে থাকে।

০২। শুধুমাত্র ৭০% ক্লাশ হাজিরার ভিত্তিতে নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহনের সুযোগ দেয়া হলে পরীক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মনোযোগ নষ্ট হবে এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে। এতে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

০৩। তবে অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণে কোন শিক্ষার্থী নির্বাচনী পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হলে তার একাডেমিক পূর্ব রেকর্ড ও ক্লাশ কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কর্তৃক বিবেচনার প্রচলন রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করতে পারবে। কিন্তু নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ (ফেল করলে) শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র ৭০% উপস্থিতির কারণে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া সঠিক হবে না।

০৪। বর্ণিতাবস্থায়, গত ০১মার্চ ২০১৫ তারিখে ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৬২.১২.১৪৪ নং স্মারকে জারিকৃত পরিপত্রটি এতদ্বারা নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো।

(অসীম কুমার কর্মকার)
সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০৩৪১।

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৬২.১২.৩৮১

তারিখ ঃ ১৯ শ্রাবণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ
০৩ আগস্ট ২০১৫

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ ও অর্থ/উন্নয়ন/বিশ্ববিদ্যালয়/কারিগরি/মাদ্‌রাসা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. কমিশনার (ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর) বিভাগ ।
৩. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. যুগ্ম-সচিব (কলেজ/মাধ্যমিক-২/বিশ্ববিদ্যালয়/ অডিট ও আইন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/সিলেট/বরিশাল/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/ দিনাজপুর।
৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
৮. জেলা প্রশাসক (সকল) .....(অধিক্ষেত্রাধীন সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে যোগাযোগের অনুরোধসহ)।
৯. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১. তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৩. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)..... ।
১৪. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) .....(সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১৫. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক, ...

(অসীম কুমার কর্মকার)
সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০৩৪১।